ভোরের কাগজ

তারিখ 15 FEB 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তাদের অভিমত

বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে পরিবার থেকে, শুরু করতে হবে গ্রন্থাগার আন্দোলন

কাগজ প্রতিবেদক : মানুষের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস কিভাবে বাড়ানো যায়- এ বিষয়ে গতকাল গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল।

গতকাল বিকেলে গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার মিলনায়তনে 'একটি নতুন বই কিনে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান' এ স্লোগানকে সামনে রেখে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, কবি নূরুল হুদা, লেখক হায়াৎ মামুদ, সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত, আমলা-লেখক মহিউদ্দিন আহমদ, প্রকাশক ওসমান গণি, লেখক আবদুল মতিন, অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, ড. মাহবুবা সিদ্দিকী, ডা. জাহিদুর রহমান, গ্রন্থাগারিক ড. আবদুস সাত্তার, খন্দকার মাজহারুল করিম, হামিদুল হক, ড. রাবেয়া খাতুন, মোরশেদ শফিউল হাসান, শাওন প্রমুখ। গোলটেবিল বৈঠকের পরিচালনা করেন দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক সোহরাব হাসান। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, সন্তানদের বই পড়ানোর বিষয়ে অভিভাবকদের আজকাল খুব একটা উৎসাহ নেই। শুধু ছাত্ররা নয় শিক্ষকরাও এখন বই পড়েন না। ঘরে বাইরে কোথাও পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠছে না। এজন্য দরকার ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ব্যবস্থা, স্কুলে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, পাঠ অভ্যাস আরো বাড়াতে হলে বইকে পাঠকের হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। তিনি লাইব্রেরির ব্যবস্থা উন্নত এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে একটি করে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

সন্তোষ গুপ্ত বলেন, বই পড়ার আন্দোলন করে অভ্যাস বাড়ানো যাবে না। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম বলেন, আমরা নিজেরা ছেলেমেয়েদের দিয়ে বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করতে পারি।

সবশেষে কবি শামসুর রাহমান শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

গোলটেবিল বৈঠকে বইপড়া বিষয়ে ৫০০ মানুষের ওপর পরিচালিত একটি জরিপ রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।